রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

২০২১ সনের ৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮১—৯২
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৩—১২৮
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪১—১৬৪

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ কার্তিক ১৪২৭/১২ নভেম্বর ২০২০

নং **০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৫.২০১৭-১৯২**—যেহেতু, বেগম নাজমুন নাহার মান্নু (পরিচিতি নম্বর-৬৩৩৪), প্রাক্তন উপ-পরিচালক (উপসচিব), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘দুর্নীতিপরায়ণ’ এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৮-১১-২০১৯ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৫.২০১৭-৬০২ নং প্রজ্ঞাপনে তাঁকে “০২(দুই) বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত” রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বেগম নাজমুন নাহার মান্নু (পরিচিতি নম্বর-৬৩৩৪), মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে আপিল আবেদন পেশ করলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে বেগম নাজমুন নাহার মান্নু (পরিচিতি নম্বর-৬৩৩৪)-এর আপিল আবেদন বিবেচনা করে পূর্বে প্রদত্ত “০২ (দুই) বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত” রাখার দণ্ডাদেশ বাতিল করে তাঁকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করেছেন;

সেহেতু, বেগম নাজমুন নাহার মান্নু (পরিচিতি নম্বর-৬৩৩৪), প্রাক্তন উপ-পরিচালক (উপসচিব), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘দুর্নীতিপরায়ণ’ এর সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক তাঁকে “০২ (দুই) বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত” রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করে জারিকৃত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৮-১১-২০১৯ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৫.২০১৭-৬০২ নম্বর প্রজ্ঞাপনটি বাতিলপূর্বক তাঁকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বিধি অনুবিভাগ
বিধি-৪ শাখা

পরিপত্র

তারিখ : ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৫ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : **অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের পর বৈদেশিক বা বেসরকারি বা প্রকল্পে চাকরি গ্রহণ, অন্য কোনো পেশা গ্রহণ বা ব্যবসা পরিচালনা এবং বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে সরকার বা কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রযোজ্যতা না থাকা সংক্রান্ত।**

নং **০৫.০০.০০০০.১৭৩.১১.০০২.১০-২৯১**—সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, চাকরি হতে অবসর গ্রহণ বা অবসর-উত্তর ছুটি (পি.আর.এল) আরম্ভের পরও কোনো কোনো কর্মচারী বৈদেশিক বা বেসরকারি বা প্রকল্পে চাকরি গ্রহণ, অন্য কোনো পেশা গ্রহণ বা ব্যবসা পরিচালনা এবং বিদেশ যাত্রার জন্য অনুমতি বা পাসপোর্ট নবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করে থাকেন। 'সরকারি চাকরি আইন ২০১৮' এর ৫২ ধারার বিধানমতে অবসর গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরকার বা কোনো নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকেন বিধায় এরূপ আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিতে শ্রম ও সময়ের অপচয় ঘটছে।

০২। 'সরকারি চাকরি আইন ২০১৮' এর ৫২ ধারা নিম্নরূপ :

"৫২। **অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত।**—চাকরি হইতে অবসরে গমনের পর, ধারা ৪৯ এর অধীন চুক্তিভিত্তিক কর্মরত থাকা ব্যতীত কোনো ব্যক্তির বৈদেশিক বা বেসরকারি চাকরি বা কোনো প্রকল্পে চাকরি গ্রহণ, অন্য কোনো পেশা গ্রহণ, ব্যবসা পরিচালনা এবং বিদেশ যাত্রার জন্য সরকার বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে, অনুরূপ ভিন্ন চাকরি বা পেশা গ্রহণ, ব্যবসা পরিচালনা বা বিদেশ যাত্রা বারিত করিয়া বা উহার ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।"

০৩। এমতাবস্থায়, চাকরি হতে অবসর গমনের পর বা অবসর-উত্তর ছুটি (পি.আর.এল) আরম্ভের তারিখ হতে 'সরকারি চাকরি আইন-২০১৮' এর ৫২ ধারা মোতাবেক কোনো ব্যক্তি, চুক্তিভিত্তিক কর্মরত থাকা ব্যতীত, বৈদেশিক বা বেসরকারি চাকরি বা কোনো প্রকল্পে চাকরি গ্রহণ, অন্য কোনো পেশা গ্রহণ বা ব্যবসা পরিচালনা এবং বিদেশ যাত্রা বা এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম; যেমন-নতুন পাসপোর্ট গ্রহণ ও পাসপোর্ট নবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার বা কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

০৪। উল্লিখিত বিধান অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর ও সংস্থাকে অনুরোধ করা হলো।

কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/০২ ডিসেম্বর ২০২০

নং **০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০১.১৭-২৯৬**—Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Schedule I of The Rules of Business, 1996) (Revised up to April 2017) এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চাহিদা মোতাবেক জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ৩নং পাররামরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদের পুনর্নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণের দিন ০৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ শনিবার সাধারণ ছুটি ব্যতীত নির্বাচনী এলাকাধীন যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা ভোটকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার বা নির্বাচনী কার্যক্রমের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হলো। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ইউনিয়ন এবং পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন/উপজেলা/জেলা এলাকাধীন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/২৯ নভেম্বর ২০২০

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৮.১৭.৫৫৪**—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ধারা ১২(২) অনুযায়ী পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এর পরিচালনা পর্ষদে নিয়মিত চেয়ারম্যান নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, প্রাক্তন সচিব-কে উক্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে সাময়িকভাবে নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ : ৩০ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৫ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং **আর-৬/৭এন-২৬/২০২০-১৮৪**—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব রুমানা রশিদ, পিতা-মৃত হারুন-অর-রশীদ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ০১ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৬ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং **আর-৬/৭এন-১৮/২০২০-১৮৯**—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ মজুমদার, পিতা-মৃত আবদুর রহমান মজুমদার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৪ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.২৭.০০২.২০-২১৯**—যেহেতু মানিকগঞ্জ জেলার জেলা রেজিস্ট্রার জনাব গোলাম মাহবুব (সাবেক জেলা রেজিস্ট্রার রাজবাড়ী) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০২/২০২০ রুজু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুরুতর;

যেহেতু, আনীত অভিযোগসমূহ পূর্ণাঙ্গ তদন্তের স্বার্থে তাকে বিভাগীয় মোকদ্দমা চলাকালীন কর্মে বহাল রাখা সমীচীন হবে না;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী মানিকগঞ্জ জেলার জেলা রেজিস্ট্রার জনাব গোলাম মাহবুব (সাবেক জেলা রেজিস্ট্রার রাজবাড়ী)-কে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন এর কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি মোতাবেক ভাতাদি প্রাপ্ত হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব।

আদেশ

তারিখ : ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৪ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং **আর-৬/৭এন-২৪/২০২০-১৯৩**—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব নাছরিন জাহেরী, পিতা-মোঃ দেলোয়ার হোসেন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

আদেশ

তারিখ : ২৯ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং-**বিচার-৭/২-এন-১০৩/৮৬-২৪৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোঃ আরিফ বিল্লাহ, পিতা-মরহুম মীর রুহুল আমিন, মাতা-হালিমা, গ্রাম-ভাড়াশিমলা, ডাকঘর-ভাড়াশিমলা, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার ৮নং ভাড়াশিমলা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/৩০ নভেম্বর ২০২০

নং **২৮.০০.০০০০.০১৩.১৪.০৭০.২০.২২০**—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (সংশোধন আইন, ২০০৫ ও সংশোধন আইন, ২০১০) এর ৬ ধারা অনুযায়ী

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, পিতা-মরহুম মোঃ শফর আলী, গ্রাম-মাছলন্দপুর, ডাকঘর : বারোদি, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ-কে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর সদস্য হিসেবে নিয়ে উল্লিখিত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো ঃ

২। **নিয়োগের শর্তাবলি ঃ**

ক. তাঁর চাকরির মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বৎসর এবং এই মেয়াদ যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে;

খ. তাঁর চাকরি কমিশনের সার্বক্ষণিক চাকরি হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কমিশনে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় তিনি লাভজনক অন্য কোনো চাকরিতে নিয়োজিত হতে পারবেন না;

গ. তিনি যে কোনো সময় ০১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন;

ঘ. তাঁর অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ১১ ধারা প্রযোজ্য হবে;

ঙ. তিনি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯-০৪-২০১৭ তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১২৬.০০. ০০১.১০-৮৭ অনুসারে মাসিক বেতন হিসাবে নির্ধারিত ৯৫,০০০/- (পঁচানব্বই হাজার) টাকা ও বাড়ি ভাড়া বাবদ নির্ধারিত ৫০,৬০০/- (পঞ্চাশ হাজার ছয়শত) টাকা প্রাপ্য হবেন। এছাড়া তিনি তাঁর ব্যবহারের জন্য একটি সার্বক্ষণিক গাড়ী এবং তাঁর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে চিকিৎসা ব্যয় প্রাপ্য হবেন;

চ. নিয়োগ প্রাপ্তির পর তিনি নিজ নামে বা বেনামে (পোষ্যদের নামে) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতভুক্ত কোনো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না;

ছ. চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (সংশোধন আইন, ২০০৫ ও সংশোধন আইন, ২০১০) ও পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রণীতব্য বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনিছুর রহমান
সিনিয়র সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-১৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/২৪ নভেম্বর ২০২০

নং **২৫.০০.০০০০.০৫৩.২৮.০০২.২০১৬/২১৩**—কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ এর ধারা ৫ এর ১(ঢ) এবং ৫(৫) উপধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) জন ব্যক্তিকে ২৪ নভেম্বর ২০২০ হতে ২৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছরের জন্য কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করলেন ঃ

ক্রম	নাম, পদবি ও ঠিকানা
১	জনাব সুপ্ত ভূষন বড়ুয়া, পিতা : মৃত বিধু ভূষন বড়ুয়া, স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-উত্তর মিঠাছড়ি, পোষ্ট-রামু, কক্সবাজার, অস্থায়ী ঠিকানা : রোড ১০/এ, বাড়ি-২৩৬/২, ধানমন্ডি, ঢাকা।
২	জনাব মাসুকুর রহমান (বাবু), পিতা : আলহাজ্ব আবদুল মাবুদ চৌধুরী, বাসা/হোল্ডিং নং-৩৭১, গ্রাম/রাস্তা : বড় বাজার, ডাকঘর : কক্সবাজার, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।
৩	জনাব প্রতিভা দাশ, স্বামী : কনক কান্তি শর্মা, ঠিকানা : এগ্রিকালচার গোডাউন রোড, এন্ডারসন রোড (দক্ষিণ), কক্সবাজার।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লুৎফুন নাহার
উপসচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **১৪.০০.০০০০.০০৬.২৭.০১৫.২০-২৩০**—যেহেতু জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, রাঙ্গামাটি বিভাগ, রাঙ্গামাটি বিগত ২৭-১২-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৫-০৭-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, নোয়াখালী বিভাগ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার কর্মকালে জনাব মোঃ নুর করিম, এসপিএম এবং জনাব মিজানুর রহমান এসপিএম-কে বিগত ২৫-১১-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে যথাক্রমে কড়িহাটি এসও ও খিলপাড়া এসওতে পারস্পরিক বদলি করা হলেও তারা শুধুমাত্র চার্জ রিপোর্ট বিনিময় করে পারস্পরিক যোগসাজশে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে পূর্বের কর্মস্থলে কাজ করছিলেন অর্থাৎ জনাব মোঃ নুর করিম, এসপিএম খিলপাড়া এসওতে অবৈধভাবে কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু এ অনিয়মের বিষয়টি লক্ষ্য না করেই জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাক্তন ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, নোয়াখালী বিভাগ, বর্তমানে ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, রাঙ্গামাটি বিভাগ, রাঙ্গামাটি পুনরায় গত ১৯-০৩-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জনাব মোঃ নুর করিম ও জনাব মিজানুর রহমানকে খিলপাড়া এসও ও কড়িহাটি এসও তে বদলির আদেশ জারি করেন, যে সব অফিসে তারা পূর্ব থেকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছিলেন এবং যেহেতু, তার এ ধরনের পদক্ষেপের কারণে বর্ণিত কর্মচারী জনাব মোঃ নুর করিম খিলপাড়া এস. ও তে এসপিএম হিসেবে কর্মরত থাকায় প্রাথমিক তদন্তে উদঘাটিত ২ কোটি ৮০ লক্ষ সরকারি টাকা আত্মসাৎ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

যেহেতু জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানতে চেয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয় এবং

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন এবং গত ০৫-১১-২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কিছু পরিদর্শন রিপোর্ট ১০-১১-২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সম্পূরক প্রমানাদি হিসেবে এ বিভাগে প্রেরণ করেছেন;

যেহেতু জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাক্তন ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, নোয়াখালী বিভাগ, নোয়াখালী বর্তমানে ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, রাঙ্গামাটি বিভাগ, রাঙ্গামাটি এর লিখিত বক্তব্য ও ব্যক্তিগত শুনানি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, ডিপিএমজি তার অধীনস্থ ০২ জন কর্মচারী (মোঃ নুর করিম, এসপিএম ও মোঃ মিজানুর রহমান, এসপিএম) বদলির আদেশ দানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেননি এবং অতীত রেকর্ড পর্যালোচনা না করেই বদলির আদেশদান করেন যা তার দায়িত্বহীনতা অসদাচরণের পর্যায়ে পড়ে;

সেহেতু জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাক্তন ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, নোয়াখালী বিভাগ, নোয়াখালী বর্তমানে ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, রাঙ্গামাটি বিভাগ, রাঙ্গামাটি এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে তাকে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার দণ্ডাদেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আফজাল হোসেন
সচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

সরকারি আদেশ

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/১৯ নভেম্বর ২০২০

নং **৪২.০০.০০০০.০৩১.০১৫.২৬০.১৯-৩৩৬**—পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে নিম্নবর্ণিত ৩৫ ক্যাটাগরির ১, ৬৯০ (এক হাজার ছয়শত নব্বই)টি পদ ৩১-০৫-২০২১ পর্যন্ত সৃজনে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০২০ সালের ১৩ম সভার সিদ্ধান্ত (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮-১০-২০২০ তারিখের স্মারক নং ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৩.২০.২৬৯), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৩-১০-২০১১ তারিখের স্মারক নং ০৫.১৫৭.০২৮.০৩.০১.০১৯.২০০৬ (অংশ)-২২৭, অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অধিশাখার ০৩-১১-২০১৪ তারিখের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১২৮.৪২.০১৪.১১-১৩০ এবং অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ০৬-০৫-২০১৫ তারিখের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৬৩.৪২.০০২.১২(অংশ)-৮৪; ২০-১০-২০১৫ তারিখের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৬৩.৪২.০০২.১২ (অংশ)-১৫৮; ০৯-১১-২০১৬ তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৬৩.৪২.০০২.১২(অংশ-২)-১০৫ এবং ০২-০৭-২০১৯ তারিখের স্মারকের নং-০৭.০০.০০০০.১৬৪.৪২.০০২.১২(অংশ-৩)-৭৩ এর নির্দেশনা মোতাবেক আদিষ্ট হয়ে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রঃ নং	পদের নাম	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতন (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী	পদ সংখ্যা	মন্তব্য
১	চীফ মেডিক্যাল অফিসার	টাকা-৪৩০০০—৬৯৮৫০ (গ্রেড-৫)	১	
২	সহকারী প্রধান, মৎস্য	টাকা-৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	১	
৩	সহকারী প্রধান, সমাজবিজ্ঞান	টাকা-৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	৪	
৪	সহকারী প্রধান, কৃষি	টাকা-৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	৪	
৫	সহকারী প্রধান, পরিবেশ ও বন	টাকা-৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	৩	
৬	সহকারী প্রধান, অর্থনীতি	টাকা-৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	৬	
৭	সহকারী প্রধান, মৃত্তিকা	টাকা-৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	৩	
৮	মাস্টার ১ম শ্রেণি	টাকা-১১৩০০—২৭৩০০ (গ্রেড-১২)	৩০	
৯	ফোরম্যান, যান্ত্রিক/বিদ্যুৎ	টাকা-১১৩০০—২৭৩০০ (গ্রেড-১২)	২১	
১০	লিভারম্যান (২৪″)	টাকা-১১৩০০—২৭৩০০ (গ্রেড-১২)	৯	
১১	ড্রাইভার ১ম শ্রেণি	টাকা-১১০০০—২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	৪৯	
১২	মাস্টার ২য় শ্রেণি	টাকা-১১০০০—২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	১১	
১৩	মাস্টার ৩য় শ্রেণি	টাকা-৯৭০০—২৩৪৯০ (গ্রেড-১৫)	২৪	
১৪	ওয়েল্ডার-সি	টাকা-৯৭০০—২৩৪৯০ (গ্রেড-১৫)	২	
১৫	স্যান্ড ব্লাস্টার	টাকা-৯৭০০—২৩৪৯০ (গ্রেড-১৫)	২	
১৬	লাইব্রেরী সহকারী	টাকা-৯৭০০—২৩৪৯০ (গ্রেড-১৫)	৩	
১৭	ইলেকট্রিশিয়ান-সি	টাকা-৯৭০০—২৩৪৯০ (গ্রেড-১৫)	১১	
১৮	মেশিনিষ্ট-সি	টাকা-৯৭০০—২৩৪৯০ (গ্রেড-১৫)	২	

ক্রঃ নং	পদের নাম	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতন (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী	পদ সংখ্যা	মন্তব্য
১৯	ফিটার-সি	টাকা-৯৭০০—২৩৪৯০ (গ্রেড-১৫)	২	
২০	মেকানিক-সি	টাকা-৯৭০০—২৩৪৯০ (গ্রেড-১৫)	৬	
২১	টাগ বোট ড্রাইভার	টাকা-৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	১	
২২	ওয়ার্ক এসিস্ট্যান্ট	টাকা-৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	১১৯১	
২৩	ওয়েল্ডার-বি	টাকা-৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	৮	
২৪	ইলেকট্রিশিয়ান-বি	টাকা-৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	২৭	
২৫	মেশিনিষ্ট-বি	টাকা-৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	৪	
২৬	ফিটার-বি	টাকা-৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	৭	
২৭	অপারেটর-বি	টাকা-৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	১৫	
২৮	মেকানিক-বি	টাকা-৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	১০	
২৯	ওয়েল্ডার-এ	টাকা-৮৮০০—২১৩১০ (গ্রেড-১৮)	২০	
৩০	ইলেকট্রিশিয়ান-এ	টাকা-৮৮০০—২১৩১০ (গ্রেড-১৮)	৮০	
৩১	মেশিনিষ্ট-এ	টাকা-৮৮০০—২১৩১০ (গ্রেড-১৮)	১৫	
৩২	ফিটার-এ	টাকা-৮৮০০—২১৩১০ (গ্রেড-১৮)	১৪	
৩৩	অপারেটর-এ	টাকা-৮৮০০—২১৩১০ (গ্রেড-১৮)	৫০	
৩৪	মেকানিক-এ	টাকা-৮৮০০—২১৩১০ (গ্রেড-১৮)	৫০	
৩৫	রিগার-এ	টাকা-৮৮০০—২১৩১০ (গ্রেড-১৮)	৪	
		মোট =	১৬৯০ টি	

২। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০২০ সালের ১৩তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮-১০-২০২০ তারিখের স্মারক নং ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৩.২০.২৬৯) মোতাবেক পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/ক:বি:শা:/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে।

৩। অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রয়ত্ত প্রতিষ্ঠান অধিশাখার ০৩-১১-২০১৪ তারিখের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১২৮.৪২.০১৪.১১-১৩০ মোতাবেক

(ক) সুপারিশকৃত পদগুলোর মধ্যে যে সকল পদ বাপাউবোর নিয়োগ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত নেই সে সব পদ যথানিয়মে উক্ত নিয়োগ বিধামালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(খ) সুপারিশকৃত ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদে নতুন লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ০৭-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের অম/অবি/ব্য:নি:-৫/বিবিধ-১/২০০৭/৫৯৭ নং স্মারকের মাধ্যম জারিকৃত আউট সোর্সিং (Out Sourcing) নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;

(গ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ বিলুপ্তি ও সৃজনের সরকারি আদেশ জারির পর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে উক্ত জনবল অন্তর্ভুক্ত করে অর্থ বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে;

(ঘ) বাপাউবোর অনুমোদিত জনবলের সাথে সংগতি রেখে জরুরী ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিয়ে প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৪। অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ০৬-০৫-২০১৫ তারিখের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৬৩.৪২.০০২.১২(অংশ)-৮৪ নং স্মারকের শর্ত অনুসরণে নির্ধারণকৃত বেতন স্কেল/বেতন প্রদত্ত যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা ও শর্ত অনুসারে কার্যকর হবে;

৫। অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগে ২০-১০-২০১৫ তারিখের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৬৩.৪২.০০২.১২(অংশ)-১৫৮ নং স্মারকের অনুসরণে খসড়া চাকুরী প্রবিধানমালার ভিত্তিতে বেতন স্কেল সুপারিশ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়োগ যোগ্যতা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী প্রবিধানমালা তফসিলভুক্ত করতে হবে;

৬। অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ০৯-১১-২০১৬ তারিখের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৬৩.৪২.০০২.১২(অংশ-২)-১০৫ নং স্মারকের অনুসরণে

(ক) নির্ধারণকৃত বেতন গ্রেড/সেবামূল্য নির্ধারিত যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা কার্যকর হবে;

(খ) উপ-পরিচালক (প্রশাসন, জিওলজি, ভূমি ও রাজস্ব, অহিনি)/উপ-সচিব/অতিরিক্ত পরিচালক (অহিনি) (৫ম গ্রেডভুক্ত) এবং সহকারী পরিচালক (৯ম গ্রেডভুক্ত) এর মাঝে সঙ্গাতিপূর্ণ স্কেল (৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত) পদ সৃজনপূর্বক বিদ্যমান চাকুরী প্রবিধানমালার তফসিলভুক্ত করে পদসোপান সঙ্গাতিপূর্ণ করতে হবে। নিয়োগ বিধিতে গবেষণা কর্মকর্তা ও সহকারী প্রধান পদের পদসোপান (Hierarchy) সঙ্গতিপূণ করতে হবে। এছাড়া অন্যন্য পদের ক্ষেত্রেও যেখানে পদ সোপান সঙ্গাতিপূর্ণ নয় তা প্রমিতকরণ (Standarised) করতে হবে;

(গ) উপরে খ-এ বর্ণিত শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে পরবর্তী সময়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত/পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক/উপ-সচিব/অতিরিক্ত পরিচালকগণের ক্ষেত্রে ৫ম গ্রেড কার্যকর করা যাবে না;

(ঘ) যে সকল পদে খসড়া চাকরি প্রবিধানমালার ভিত্তিতে বেতন গ্রেড সুপারিশ করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়োগ যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের চাকরি প্রবিধানমালার তফসিলভুক্ত করে চূড়ান্ত করতে হবে;

(ঙ) নতুন সৃজিত ৪র্থ শ্রেণির সকল পদ আউট সোর্সিং ভিত্তিতে সেবামূল্য প্রযোজ্য হবে; তবে, কাঠামোতে পূর্বে বিদ্যমান ৪র্থ শ্রেণির পদে বর্তমান কর্মরত পদধারীগণ নির্ধারিত বেতন গ্রেড প্রাপ্য হবেন এবং কর্মরত জনবলের অবসর, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে শূন্য হলে আউট সোর্সিং ভিত্তিতে সেবামূল্য প্রযোজ্য হবে;

৭। অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ০২-০৭-২০১৯ তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৬৪.৪২.০০২.১২ (অংশ-৩)-৭৩ নং স্মারকের শর্ত অনুসরনে

(ক) উপরের ছকের ৪নং কলামের পুন:নির্ধারণকৃত বেতনগ্রেড ৫নং কলামের শর্তানুযায়ী কার্যকর হবে;

(খ) এতদসংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৩-১০-২০১১ খ্রি: তারিখের ০৫.১৫৭.০২৮.০৩.০১.০১৯.২০০৬ (অংশ-১)-২২৭নং স্মারক ও অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রয়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগের ০৩-১১-২০১৪খ্রি: তারিখের ০৭.০০.০০০০.১২৮.৪২.০১৪.১১-১৩০নং স্মারকের প্রদত্ত শর্তাদি যথাযথভাব প্রতিপালন করতে হবে;

(গ) বেতনগ্রেড পুন:নির্ধারণকৃত পদের মঞ্জুরি আদেশ (জি.ও) অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন করতে হবে; এবং

(ঘ) এ বিষয় বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৮। এতদসংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য বিধি-বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করতে হবে।

৯। উপর্যুক্ত অস্থায়ী পদের বেতন ও ভাতাদিসহ অনুষঙ্গিক ব্যয় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক কোড-১৩১০১৬০০০, অর্থনৈতিক কোড-৩৬৩১, সাধারণ মঞ্জুরি ও অন্যান্য মঞ্জুরি বেতন বরাদ্দ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে এ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

১০। এ আদেশ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০২০ সালের ১৩তম সভার সিদ্ধান্ত, যথাযথ কর্তৃপক্ষ এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র ১৯-১১-২০২০ তারিখের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

কবির বিন আনোয়ার
সিনিয়র সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৮.০০.০০০০.০০১.০৯.১২.২০১৯-৬৪৪**—বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ এর ২(১১) ধারায় মুক্তিযোদ্ধাগণকে "বীর মুক্তিযোদ্ধা" হিসেবে সজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে এখন থেকে সর্বক্ষেত্রে 'মুক্তিযোদ্ধা'র পরিবর্তে "বীর মুক্তিযোদ্ধা" শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দেবাশীষ নাগ
উপসচিব (প্রশাসন-১)।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **ধবিম/হঃশাঃ-৩/৭-১২৫/২০০২-৪৮৭**—যেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে Kazi Air International (Pvt.) Ltd. (HL-78), Kazi Tower (2nd Floor), 86, Inner Circular (VIP) Road, Nayapaltan, Dhaka-1000 এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

০২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ মোতাবেক অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

০৩। যেহেতু জনাব খন্দকার মোঃ আতাউল হক আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেছেন :

I. মদিনায় মসজিদে নববীর ২২/২৩ নং গেটের কাছে পাঁচ তারকা মানের হোটেলে রাখার কথা থাকলেও কিছুটা দূরে ODST Medina Hotel এ রাখে, যা কিছুটা নিম্নমানের এবং ২ বেডের রুমকে ৪ বেড করা হয়েছে।

II. মদিনায় ৩ বেলা খাবার সরবরাহের শর্ত থাকলেও সকালের নাস্তা দিচ্ছে না, এজেন্সির মালিক ০২-০৮-২০১৯ তারিখ মক্কায় গেলে হাজীদেরকে খাবার নিয়ে খেতে বলা হয়েছে।

III. এজেন্সি তাদের ৪ জনের প্রত্যেকের নিকট হতে ৬,৫০,০০০/- (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে নিয়েছে। কিন্তু সে অনুযায়ী সেবা দিচ্ছে না।

IV. তাদের ৪ জনের মধ্যে ১ জনের পায়ে ব্যথা থাকায় তাকে হুইল চেয়ারের মাধ্যমে মিনা-আরাফা-মুজদালিফায় হজের যাবতীয় কাজ করার জন্য সহযোগিতা চাইলে এজেন্সির মালিক ৬৫ হাজার টাকা দাবী করেন। কিন্তু হাজীগণ এজেন্সিকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

V. তাদেরকে মদিনা থেকে মক্কায় ফেরত নিয়ে একই হোটেলের একই রুমে এবং মিনা থেকেও মক্কাস্থ একই হোটেলের একই রুমে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

VI পরবর্তীতে মৌখিকভাবে জানান যে, তাদেরকে একই এজেন্সির অন্য হাজীদের সাথে না এনে অপরিচিত হাজীদের সাথে এনেছে, যার কারণে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা থেকে সৌদি আরবে আনার সময়ে এজেন্সির কোন প্রতিনিধি তাদের সাথে ছিলনা।" এবং

০৪। যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বাংলাদেশে গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্ত করেছে এবং তদন্ত কমিটি শাস্তির সুপারিশ করেছে; এবং

০৫। যেহেতু আপনার হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে গত ০৩-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধবিম/হ:শা:৩/৭-১২৫/২০০২-১৪০ নং স্মারকে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে জবাব প্রেরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

০৬। যেহেতু, আপনি গত ০৮-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি; এবং

০৭। যেহেতু, আপনার এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান; এবং

০৮। যেহেতু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত হজ এজেন্সিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হয়; এবং

০৯। যেহেতু, আরোপিত শাস্তি মওকুফের জন্য আপনি রিভিউ আবেদন করেছেন এবং আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন;

১০। সেহেতু রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক Kazi Air International (Pvt.) Ltd (HL-78)-কে পূর্বে প্রদত্ত জরিমানা কমিয়ে ১,০০,০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হলো।

১১। জরিমানাকৃত অর্থ আগামী ০৯-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে কোড নং ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১-এ জমাদানপূর্বক চালানের মূল কপি এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বলা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত]
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ও গণযোগাযোগ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ কার্তিক ১৪২৭/০৮ নভেম্বর ২০২০

নং **১৫.০০.০০০০.০২৫.১৮.২০২.১৫.২৫৫**—তথ্য অধিদফতরের সহকারী তথ্য অফিসার (তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২০-১০-২০২০ তারিখে ১৫.০০.০০০০.০২৫.১৮.২০২.১৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনের তথ্য অফিসার পদ থেকে সহকারী তথ্য অফিসার পদে অবনমিত) জনাব মোঃ আলী হোসেন এর বিরুদ্ধে জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সিআর মামলা নং ৪১৬/১৯ দায়ের হওয়ায় এবং বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২০, ঢাকা কর্তৃক গ্রেফতার পরোয়ানা জারি হওয়ায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) উপধারা এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ১২ বিধি মোতাবেক তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

(১) সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকি ও অন্যান্য ভাতা পারেবন।

(২) এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা ০৪-১১-২০২০ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কামরুন নাহার
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/১৯ নভেম্বর ২০২০

নং **১৫.০০.০০০০.০২৫.১৮.২০২.১৫.১৯২**—যেহেতু, তথ্য অধিদফতরের গত ১৩-০৯-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জনবল নিয়োগ পরীক্ষায় উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিভাগীয় পদোন্নতি ও নির্বাচন কমিটির সভাপতি জনাব ফায়জুল হক এর বিরুদ্ধে পরীক্ষায় কেন্দ্র নির্বাচন, উত্তরপত্র মূল্যায়নে পর্যাপ্ত সময় না দেয়া, যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ না করা এবং পরীক্ষার দিন রাতে উত্তরপত্রে ত্রুটির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করার অভিযোগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা (০১/২০১৯) রুজু করে তাঁর নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হলে তিনি ১২-০১-২০২০ তারিখে অভিযোগনামার লিখিত জবাব এবং ১১-০৩-২০২০ তারিখে (তথ্য সচিব মহোদয়ের নিকট) ব্যক্তিগত শুনানি প্রদান করেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করে জানান তিনি দক্ষতা ও সততার সাথে তার দায়িত্ব সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিরপেক্ষতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখানে যা কিছু অনুমোদনের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো প্রয়োজন ছিল তা জানিয়েছেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করেছেন। তারপরও তিনি কোন ভুল হয়ে থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করেন;

যেহেতু, ডিপিসির সাবেক সভাপতি জনাব ফায়জুল হক এর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি এবং উপস্থাপিত তথ্যাদি পর্যলোচনা করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিদফতরের জনবল নিয়োগের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন, কেন্দ্রের আসন বিন্যাস, হল পরিদর্শক নির্বাচন, উত্তরপত্র পুনঃমুল্যায়ন এবং ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশের বিষয়ে তিনি এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি;

যেহেতু, উত্তরপত্রে কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে শিক্ষকদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ডিপিসির সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে খাতা পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে ডিপিসির অপর সদস্য ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিনিধি জনাব মোঃ লুৎফর রহমান তদন্ত কমিটিকে লিখিতভাবে জানান;

যেহেতু, তদন্ত কমিটির কাছে লিখিত জবাবে প্রধান তথ্য অফিসার জনাব সুরথ কুমার সরকার জনবল নিয়োগ পরীক্ষার সমগ্র প্রক্রিয়া ডিপিসি স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও সততার ভিত্তিতে সম্পন্ন করেছে বলে প্রতীয়মান এবং তার লিখিত অনুমতি নিয়েই ১৫-০৯-২০১৯ তারিখে ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানান;

যেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিসির আহ্বায়ক জনাব ফায়জুল হক একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা ডিপিসির সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতেই নিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পুরো প্রক্রিয়াটি সার্বক্ষণিকভাবে প্রধান তথ্য অফিসারকে অবহিত করেছেন। প্রধান তথ্য অফিসার পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও পূনর্মূল্যায়ন সব ক্ষেত্রেই স্ব-প্রণোদিত হয়ে তদারকি করেছেন। ফলে অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের সুযোগ ছিল না। পরীক্ষা পরিচালনায় ছোট খাট ভুলত্রুটি থাকলেও তাতে অসৎ কোন উদ্দেশ্য ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানী এবং অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ দাখিলকৃত বক্তব্য বিবেচনা এবং কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হওয়ার মত ভিত্তি নেই মর্মে প্রতীয়মান;

সেহেতু, তথ্য অধিদফতরের জনবল নিয়োগ পরীক্ষা ডিপিসির সাবেক সভাপতি বর্তমানে প্রেষণে পরিচালক পদে পিআইবিতে কর্মরত জনাব ফায়জুল হক-কে বিভাগীয় মামলা নং ০১/২০১৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা এর ২ (খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কামরুন নাহার
সচিব।

বেতার-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ কার্তিক ১৪২৭/১৫ নভেম্বর ২০২০

নং **১৫.০০.০০০০.০২১.১৮.১২৭.১১-৪১৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ মাহফুজুল হক, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী (বর্তমানে সংযুক্তিতে বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ কেন্দ্রে কর্মরত) বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক পদে থাকাকালীন আপনার দুর্নীতি ও নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কক্সবাজারের শিল্পীদের স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগ মহাপরিচালক বরাবর দাখিল করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে কক্সবাজারের স্থানীয় পত্রিকা ও বিভিন্ন শিল্পী সমাজের আনীত অভিযোগের সত্যতা যাচাই বাছাইপূর্বক তদন্ত করার জন্য বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার ০২-০৯-২০১৯ তারিখের ৩২৮ নম্বর পত্রে পরিচালক (বার্তা), কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা-কে আহবায়ক করে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি ০২-১০-২০১৯ তারিখে ২৫৮ নম্বর পত্রে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার ০৫-১১-২০১৯ তারিখের ৪৭৫ নম্বর পত্রের মাধ্যমে তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১৪-১০-২০১৯ তারিখের ৯৩১ নম্বর পত্রে কক্সবাজার কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক পদে কর্মকালীন তার বিরুদ্ধে নারীপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, আর্থিক অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগসমূহ অধিকতর তদন্ত করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-কে আহবায়ক করে ০৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু, তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি ০৯-০৩-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতি ও নানা অনিয়মের ০৮টি অভিযোগের মধ্যে অভিযোগ নং-১ এ রাজস্ব খাতের শিল্পী সম্মানী খাতে জনাব ইলু বড়ুয়াকে ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান না করায় অভিযোগটি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, অভিযোগ নং-০৫ প্রমাণিত হয়নি, তবে একই ব্যক্তিকে (জনাব নিরুপা পাল) বহু সংখ্যক অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত করা বেতারের প্রচলিত বিধানের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নারী ও শিশু উন্নয়নের সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশে আশ্রিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক ও স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ভাষায় জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রচারিত অনুষ্ঠানের শিল্পী খাত থেকে মোট ৪,১৭,৫০০ (চার লক্ষ সতের হাজার পাঁচশত) টাকা জনাব নিরুপা পালকে প্রদান করা সমীচীন হয়নি মর্মে তদন্ত কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধি ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে অসদাচরণের অভিযোগে ০৫/২০২০ নং বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং ১০(দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে লিখিত জবাবসহ কারণ দর্শাতে ও ব্যক্তিগত শুনানীতে আগ্রহী কি-না তা লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, তিনি গত ২৬-০৮-২০২০ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ০১-১০-২০২০ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, তার ব্যক্তিগত শুনানী এবং অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়সহ দাখিলকৃত বক্তব্য পর্যালোচনা করা হয়। অভিযোগ নং-১ জনাব ইলু বড়ুয়াকে ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়েছিল এবং এ সংক্রান্ত বিল ভাউচার দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগ নং-০৫ এর বিষয়ে একই ব্যক্তিকে (জনাব নিরুপা পাল) বিধি-বিধানের আলোকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত করা হয়েছে মর্মে তার দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি যাচাইঅন্তে দেখা যায়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানী এবং অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়সহ দাখিলকৃত বক্তব্য বিবেচনায় এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেকা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রহসর হওয়ার মতো উপযুক্ত ভিত্তি নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানী, দাখিলকৃত বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যলোচনা করে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধি ২০১৮ এর ৭(২)(ক) অনুযায়ী জনাব মোঃ মাহফুজুল হক, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী (বর্তমানে সংযুক্তিতে বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ কেন্দ্রে কর্মরত) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করা হলো এবং বিভাগীয় মামলা নং-০৫/২০২০ এর দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কামরুন নাহার
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/২৫ নভেম্বর ২০২০

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.৮৮.০৩০.১৪-২৮০**—দেশীয় ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত ভেটেরিনারী ঔষধ ও এনিম্যাল ভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল/ফিল্ড ট্রায়াল পরিচালনার জন্য প্রোটোকল মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিতভাবে কমিটি পূর্নগঠন করা হলো।

সভাপতি

০১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

০২. এম. বাহানুর রহমান, প্রফেসর, মাইক্রোবায়োলজি ও হাইজিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

০৩. পরিচালক NRL.-AI বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (BLRI) সাভার, ঢাকা।

০৪. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি (বাপি), ২১৪/ডি, বীর উত্তম মীর শওকত এভিনিউ, তেজগাঁও, গুলশান লিঙ্ক রোড, ঢাকা।

০৫. প্রতিনিধি (ভেটেরিনারী ঔষধ ও এনিম্যাল ভ্যাকসিন এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল/ফিল্ড ট্রায়ালের বিষয়ে অভিজ্ঞ) LRI, মহাখালী, ঢাকা।

০৬. প্রতিনিধি ভেটেরিনারী ঔষধ ও এনিম্যাল ভ্যাকসিন এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল/ফিল্ড ট্রায়ালের বিষয়ে অভিজ্ঞ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।

০৭. প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)।

০৮. উপসচিব, ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।

০৯. ডাঃ মামুন আল মাহতাব, প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, হেপাটোলজি বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

সদস্য সচিব

১০. জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন, উপপরিচালক, ঐষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৮-০৮-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১৮২.৮৮.০৩০.১৪-১৫৬ নং স্মারকমূলে গঠিত কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) দেশে উৎপাদিত ভেটেরিনারী ঔষধ ও এনিম্যাল ভ্যাকসিন এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল/ফিল্ড ট্রায়াল এর প্রোটকল মূল্যায়ন করতঃ অনুমোদনের জন্য লাইসেন্সিং অথোরিটি বরাবর সুপারিশ প্রদান করবেন;

(খ) ভেটেরিনারী ঔষধ ও এনিম্যাল ভ্যাকিসনের Safety, Efficacy Adverse Drug Reaction ও (ADR) এর বিষয়ে লাইসেন্সিং অথোরিটিকে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করবেন;

(গ) ভেটেরিনারী ঔষধ ও এনিম্যাল ভ্যাকসিন এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল/ফিল্ড ট্রায়াল এর Study Report এর বিষয়ে লাইসেন্সিং অথোরিটিকে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করবেন;

(ঘ) কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অবহিত করবেন;

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে এক/একাধিক বিশেষজ্ঞ সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী সচিব।

নির্মাণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২২ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১৫৬.৯৯.০৭১.১৮-৪৮১**—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগাধীন খুলনা জেলা পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি বাজারস্থ ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটি "ভরত চন্দ্র হাসপাতাল, কপিলমুনি" হিসেবে নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ শাহাদত খন্দকার
উপসচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশাবলী

তারিখ : ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৭ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১.২০১৭-৪০৬**—যেহেতু, ডা. মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (১১২৬৬৬), মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ তার প্রাক্তন কর্মস্থল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাতিয়া, নোয়াখালীতে গত ২৬-০৯-২০১৬ খ্রি. তারিখ হতে ০৮-০৪-২০১৭ খ্রি. এবং পরে ৩০-০৫-২০১৭ খ্রি. থেকে ১৫-০৪-২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত বিনানুমতিতে অনুপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, ডা. মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'; যা বর্তমানে সংশোধিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৩১-০১-২০১৭ খ্রি. তারিখের ৭১ নং স্মারকমূলে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক উক্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ডা. মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে চাকরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে কমিশন উক্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করে; এবং

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক ডা. মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে তার অননুমোদিত অনুপস্থিতি শুরুর তারিখ ২৬-০৯-২০১৬ খ্রি. থেকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৮ নভেম্বর ২০২০ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৭৯.২০২০-৪১৭**—যেহেতু, ডা. মুঃ রয়েস উদ্দিন (৪২৬৮০), সহকারী অধ্যাপক, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা (সাবেক সহকারী অধ্যাপক, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ, ফরিদপুর) উক্ত মেডিকেল কলেজে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং বইপত্র ও সাময়িকী খাতে ক্রয় প্রক্রিয়ায় বাজার দর কমিটির সদস্য হিসেবে কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করেছেন, যা বাজার দরের সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং কোনো কোনো পণ্য ৩/৪ গুণ বেশি দামে ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে ৩০-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৯৩ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ২৭-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মুঃ রয়েস উদ্দিন ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

যেহেতু, প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের ক্রয় কাজে তার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না;

সেহেতু, তার কর্তব্যকর্মে গাফিলতির বিষয়টি পর্যালোচনান্তে প্রথমবার কৃত অপরাধ হিসেবে নমনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক ডা. মুঃ রয়েস উদ্দিনকে 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো এবং তাকে ভবিষ্যতে আরও দায়িত্বশীল ও সতর্ক থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। এ সঙ্গে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮০.২০২০-৪১৮**—যেহেতু, ডা. মোঃ আনিসুর রহমান হাওলাদার (৪২৮৫৪), সহযোগী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব), মেডিসিন, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর উক্ত মেডিকেল কলেজে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং বইপত্র ও সাময়িকী খাতে ক্রয় প্রক্রিয়ায় বাজার দর কমিটির সদস্য হিসেবে কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করেছেন, যা বাজার দরের সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং কোনো কোনো পণ্য ৩/৪ গুণ বেশি দামে ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে ৩০-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৯২ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ২৭-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মোঃ আনিসুর রহমান হাওলাদার ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

যেহেতু, প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের ক্রয় কাজে তার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না;

সেহেতু, তার কর্তব্যকর্মে গাফিলতির বিষয়টি পর্যালোচনান্তে প্রথমবার কৃত অপরাধ হিসেবে নমনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক ডা. মোঃ আনিসুর রহমান হাওলাদারকে 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো এবং তাকে ভবিষ্যতে আরও দায়িত্বশীল ও সতর্ক থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। এ সঙ্গে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আবদুল মান্নান
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-০৪/৭৯-০৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ ছফিউল্লাহ, পিতা-মোঃ আবদুল কাদের, মাতা-সুফিয়া বেগম, গ্রাম-পারুয়ারা, ডাকঘর-পারুয়ারা বাজার, উপজেলা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার ৮নং ভারেল্লা (উত্তর) ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খিষ্টাব্দ/ ২৫ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০০৪.১৮.৫২**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং (Tenancy Rules, 1955) এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	কক্সবাজার প্যারাবন চর	২০	০৩	কক্সবাজার সদর	কক্সবাজার

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।